মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্র, উপবৃত্তি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির ফরমেট, চুক্তিপত্রে ২য় পক্ষ হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (সরকারি ১৪৮ + বেসরকারি/অন্যান্য ৩৫৫৬= মোট ৩৭০৪ টি) এর বিপরীতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর পক্ষ হতে ১ম পক্ষ হিসাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের নির্দেশনা ছক এতদসঙ্গে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২। এই সহযোগিতা চুক্তিতে মোট ৪ (চার) টি পৃষ্ঠা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি সেটের প্রথম ৩ (তিন) পৃষ্ঠার জন্য ১০০ টাকার ৩ টি স্ট্যাম্প পেপার এবং শেষ (৪র্থ) পৃষ্ঠার জন্য কার্টিজ পেপার ব্যবহার করতে হবে। এইরূপ ২ (দুই) সেটের জন্য ১০০ টাকার ৬ টি স্ট্যাম্প পেপার এবং ২ টি কার্টিজ পেপার প্রয়োজন হবে। ২য় পক্ষ হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চুক্তির ফরমেট অনুযায়ী চুক্তির ২ (দুই) সেট মূল কপি প্রিন্ট করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে ১ম পক্ষ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারীর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১১৩ টি মনিটরিং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/৮ টি বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক) নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। মহাপরিচালকের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণীয় তথ্য যাচাই করে দেখবেন (উদাহরণঃ ব্যানবেস প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান কোড)। অতঃপর সংযুক্ত পত্রের নির্দেশনা অনুসারে বিধি মোতাবেক উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং প্রত্যেক পক্ষ স্বাক্ষরিত সহযোগিতা চুক্তিপত্রের একসেট মূল কপি সংরক্ষণ করবেন।

বি.দ্রঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান MIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করেছে শুধুমাত্র তারাই সহযোগিতা চুক্তির জন্য বিবেচিত হবে।

ধন্যবাদ।

জয়দেব চন্দ্র সাহা
সংযুক্ত কর্মকর্তা
উপবৃত্তি সেল
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং: ৫৭.০৩.০০০০.০১০.১৯.০০১.১৯.২৭- (উপবৃত্তি)- ৫৮ তারিখঃ ০২ জুন, ২০২১ খ্রিঃ

বিষয়: উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং - ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৩.২০.৫৮৯; তারিখঃ ২৭ মে ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে উপবৃত্তি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সহযোগিতা চুক্তি ফরম্যাট অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২। সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় এর পক্ষ হতে ১ম পক্ষ হিসেবে এবং সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৯৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (পূর্বের ৬৪টি এবং নতুন ৩৫টি) অর্থাৎ মোট ১৪৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ২য় পক্ষ হিসেবে ৮টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় এর পক্ষ হতে সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন (তালিকা সংযুক্ত)।

৩। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে মনিটরিং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ১১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় এর পক্ষ হতে ১ম পক্ষ হিসেবে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ২য় পক্ষ হিসেবে সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন (তালিকা সংযুক্ত)।

৪। সহযোগিতা চুক্তিটি প্রেরিত ফরম্যাট অনুযায়ী ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে মুদ্রণ করে স্বাক্ষরপূর্বক (২ কপি হার্ড কপি) ১কপি নিজ প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করবে এবং অপর কপি আগামী ১৩ জুন, ২০২১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমুহকে অনুরোধ করা হল।

৫। বিষয়টি অতীব জরুরী।

বি.দ্রঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান MIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করেছে শুধুমাত্র তারাই সহযোগিতা চুক্তির জন্য বিবেচিত হবে।
সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

০২/৬/২০২১
মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাপক:
১। আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/বরিশাল/খুলনা/ময়মনসিংহ/সিলেট/রংপুর;
২। অধ্যক্ষ/ প্রতিষ্ঠান প্রধান, উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা ও উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়াল অনুযায়ী উপবৃত্তির আওতাভুক্ত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩। মহাপরিচালক, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা;
৪। মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫;
৫। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৬। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
৭। মহাপরিচালক, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা-১২০৯;
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা;
১০। পরিচালক (পিআইডব্লিও/ ভোকেশনাল/ পিআইইউ/ পি অ্যান্ড ডি), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১। সহকারি পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা(পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল);
১৩। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
১৪। নথি।

সহযোগিতা চুক্তি

(Co-Operation Agreement)

এই সহযোগিতা চুক্তি ২০২- সালের ---------- মাসের ---------- তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর -এর মহাপরিচালক (প্রথম পক্ষ) এবং কার্যক্রমভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/অধ্যক্ষ (সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) অথবা ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি (বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম: ----------

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের EIIN: ---------- কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান কোড: ----------

ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা----------ডাকঘর:----------

উপজেলা: ----------জেলা: ---------- বিভাগ: ----------

টেলিফোন/মোবাইল: ----------ই-মেইল ----------

(দ্বিতীয় পক্ষ) এর মধ্যে প্রণীত হল

যেহেতু বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু এ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল অনুমোদন করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়ালের অনুচ্ছেদ-৫(ঘ) অনুযায়ী নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে একটি Participation Agreement এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে;

এবং যেহেতু কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক উপবৃত্তি কার্যক্রমের জন্য উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/অধ্যক্ষ (সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) অথবা ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উপবৃত্তি নীতিমালা ও উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়ালে বর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সরকারও নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে সম্মত হলেন

অনুচ্ছেদ-১ সাধারণ সংজ্ঞা

ধারা ১-০১: অন্য কোন চুক্তি অথবা আইনে যাই থাকুক না কেন এ চুক্তিতে নিম্নে বর্ণিত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরুপে সঙ্গায়িত হবে

(ক) **উপবৃত্তি নীতিমালা** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা-২০২০'-কে বুঝাবে (পরিশিষ্ট-ক)।
(খ) **উপবৃত্তি কার্যক্রম** বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা নীতিমালা-২০২০' -এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম-কে বুঝাবে।
(গ) **উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল** বলতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত 'উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল'-কে বুঝাবে; অতঃপর ম্যানুয়েল হিসাবে অভিহিত হবে(পরিশিষ্ট-খ)।
(ঘ) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** বলতে এ উপবৃত্তি কার্যক্রমভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ইনস্টিটিউট কে বুঝাবে।
(ঙ) **ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন কমিটি** বলতে উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েলের অনুচ্ছেদ-৯ এ বর্ণিত কমিটি'কে বুঝাবে।
(চ) **যোগ্য শিক্ষার্থী** হলো সে সকল শিক্ষার্থী, উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল এর অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত উপবৃত্তি বিতরণ ও বই ক্রয়ে সহায়তা প্রাপ্তির সাধারণ শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা দ্বারা নির্ধারিত যোগ্য শিক্ষার্থী।
(ছ) **'সেবা' এবং 'সহায়তা'** বলতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যক্রমের নীতিমালা ও ম্যানুয়েল অনুযায়ী ২য় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এবং সহায়তাকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-২: পক্ষদ্বয়ের অবশ্য করণীয় ও বাধ্যবাধকতা

ধারা ২-০১ প্রথম পক্ষের বাধ্যবাধকতা-

বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ ১ম পক্ষ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং

(ক) প্রত্যেক যোগ্য শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তার অর্থ পরিশোধ করবে।
(খ) প্রয়োজনে যেকোন সময় যোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও সঠিকতা যাচাই বাছাই ও পুনঃনিরীক্ষণ করতে পারবে।
(গ) কার্যক্রমভুক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় সহায়তা প্রদান করবে।
(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থী নির্বাচন করলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
(ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/অধ্যক্ষ/ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা-কমিটি কে কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে যেকোন আদেশ/নির্দেশ/উপদেশ প্রদান করবে।
(চ) সরকার ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে এই চুক্তির আওতায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে পরিচালন ব্যয় বাবদ কোন অর্থ প্রদান করবে না।

ধারা ২-০২ দ্বিতীয় পক্ষের বাধ্যবাধকতা-

২য় পক্ষ অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সকল সদস্যসহ সকল শিক্ষক ও অভিভাবক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং

(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র (SAF) নির্ভুলভাবে পূরণে সহায়তা করবে।

(খ) **উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীর আবেদনপত্রে (SAF) ভুল তথ্য প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই দায়ী থাকবেন।**

(গ) উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল এর অনুচ্ছেদ-১০ অনুসারে উপবৃত্তি প্রার্থী শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ ও ভ্যালিডেশন প্রক্রিয়ায় সকল কার্যক্রম কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রসমূহ অনলাইনে সঠিকভাবে পূরণের পর অনলাইনেই সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(ঙ) শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক/পার্বিক পরীক্ষার পূর্বেই অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ এর সমন্বয়ে ন্যূনতম ২টি সভা আহ্বান করবে এবং উপবৃত্তি প্রাপ্তি/অব্যাহত রাখার যোগ্যতাসমূহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক কে বুঝিয়ে বলবে।

(চ) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এ কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

(ছ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল, বিবাহ, কোটা সম্পর্কিত তথ্য সঠিক ও সুবিন্যস্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যেন যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ তা পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

(জ) এ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত রেজিস্টারসমূহ সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে:

১) শিক্ষার্থী ভর্তি রেজিস্টার ২) শিক্ষার্থী উপস্থিতি রেজিস্টার ৩) শিক্ষার্থী ট্রান্সফার রেজিস্টার ৪) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পার্বিক পরীক্ষার উত্তরপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল রেজিস্টার।

(ঝ) বর্ণিত রেজিস্টার ও রেকর্ডসমূহ মনিটরিং প্রতিষ্ঠান অথবা আঞ্চলিক পরিচালক অথবা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যেকোন কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় প্রদর্শন করবে।

(ঞ) উপবৃত্তি কার্যক্রম ম্যানুয়েল এর অনুচ্ছেদ-৫(ক) এ বর্ণিত কারিকুলামসমূহের শিক্ষার্থীগণ উপবৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে।

(ট) প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি ও নবায়ন, বর্ণিত কারিকুলামের কোর্স সমূহের (ট্রেড/টেকনোলজি) সংযোজনের অনুমোদন ও নবায়ন করবে।

(ঠ) সকল উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিশ্চিত করতে হবে।

(ড) শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে নীতিমালার মাধ্যমে গঠিত কমিটি সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণভাবে কমিটি তথা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে।

অনুচ্ছেদ-৩ চুক্তির সময়কাল ও বাতিলকরণ

ধারা-৩-০১: এই চুক্তি উভয়পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে| প্রথম পক্ষের নোটিশের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ধারা-২ এ বর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে প্রতি বছর তা নবায়ন করা যাবে।

ধারা-৩-০২: যদি ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের আর্থিক অনিয়ম ও শর্তাদির বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তা সংশোধনের জন্য নোটিশের মাধ্যমে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে ১ (এক) মাস সময় দিতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও যদি ২য় পক্ষ অনিয়ম সংশোধন ও শর্তাদি প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় তবে নির্ধারিত ১ মাস সময় শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করতে পারবে অথবা সমস্ত অনিয়ম সংশোধনের এবং প্রযোজ্য শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সতর্ক করে আরো ২ মাস সময় দিতে পারবে।

ধারা-৩-০৩: ২য় পক্ষ যদি এই অতিরিক্ত ২ মাস সময়ের মধ্যেও অনিয়ম সংশোধন করতে এবং শর্তাদি প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় তবে ১ম পক্ষ ৩০ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ২য় পক্ষকে প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারকরতঃ এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে
নাম, পদবি ও স্বাক্ষর তারিখসহ	নাম ও স্বাক্ষর তারিখসহ
মহাপরিচালক এর পক্ষে	সভাপতি
	প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/অধ্যক্ষ (সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) সভাপতি, ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি (বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
	প্রতিষ্ঠানের সীল

প্রথম পক্ষের সাক্ষী	**দ্বিতীয়পক্ষের সাক্ষী**
১।	১।
২।	২।